খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 45 ❑ 22 Jan., 2026 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

স্বাস্থ্য ভবনে যাওয়ার পথে বাধা, ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ, রেল লাইনে নেমে বিক্ষোভ আশা কর্মীদের

সংবাদদাতা ঃ স্বাস্থ্য ভবনে যাওয়ার পথে বাধার মুখে আশা কর্মীরা। পুলিশের বিরুদ্ধে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগে রেল লাইনে নেমে বিক্ষোভ দেখাল শতাধিক আশা কর্মীরা। বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তপ্ত হয়ে উঠলো বনগাঁ স্টেশন চত্বর। কর্মীরা জানিয়েছেন, এদিন স্বাস্থ্য ভবনে যাওয়ার কর্মসূচি ছিল তাঁদের। সকালে টিকিট কেটে বনগাঁ স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছিলেন শতাধিক আশা কর্মী। সেই সময় স্টেশনে বিপুল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে যায় এবং জোর করে তাঁদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ তাঁদের স্টেশন এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ আশা কর্মীরা রেল লাইনে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন। পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মেও বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। প্রায় দু'ঘন্টারও বেশি সময় ধরে এই বিক্ষোভ চলায় স্টেশন চত্বরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাঁদের ন্যায্য দাবিগুলি অবিলম্বে মেনে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। এই ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য ট্রেন চলাচলেও প্রভাব পড়ে বলে জানা গেছে।

পুর্বপুরুষের কবরের মাটি নিয়ে এসআইআর- এর শুনানিতে সপরিবারে

সংবাদদাতা ঃ এস আই আর এর শুনানিতে ডাক পেয়ে দুই পুরুষের কবরের মাটি নিয়ে শুনানি কেন্দ্রে আসলেন একই পরিবারের সাত সদস্য। তারা বলছেন, কবরের মাটি পরীক্ষা করে দেখা হোক তারা বাংলাদেশী কিনা। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাগদায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই পরিবারের সদস্য বাগদার রামনগরের বাসিন্দা জাবেদ খান ও তার পরিবারের সদস্যরা তাদের সমস্ত নথিপত্র নিয়ে বৃহস্পতিবার বাগদা বিডিও অফিসে হাজির হন। তার দাবি, তার বাবা এবং মায়ের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। তারা রামনগরের স্থায়ী বাসিন্দা। এসআইআর ফর্ম এর সমস্ত কাগজপত্র দেওয়ার পরেও তাদের পরিবারের ৭ জনকে হেয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে। জাবেদ বলেন, ১৯৫০ সাল থেকে তাদের সমস্ত কাগজ পত্র রয়েছে। কর্মে সমস্ত কিছু দেওয়ার পরও হেয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে। হয়রানি করা হচ্ছে। কাগজ পত্র দেখেও যখন নির্বাচন কমিশনের মান্যতা দিচ্ছে না কবরের মাটির পরিক্ষা করে, ডিএনএ পরদ্দক্ষো করে দেখুক আমাদের পূর্বপুরুষেরা এখানে থাকত কি না যদিও বি এল ও পরিমল বিশ্বাসের বক্তব্য ২০০২ সালের ভোটার তালিকা বাবার নামের সঙ্গে মিল না থাকায় শুনানীতে ডাকা হয়েছে জাবেদে ও তার পরিবারের সদস্যদের।

জেলবন্দি আসামিকে এস আই আর শুনানিতে হাজির করল পুলিশ, পুলিশকে ধন্যবাদ জানালো পরিবার

সংবাদদাতা ঃ জেলবন্দি আসামীর এস আই আর শুনানির নোটিশ এসেছিল বাড়িতে। বাড়ি থেকে পুলিশকে জানাতেই জেলবন্দি আসামিকে শুনানিতে হাজির করল পুলিশ। শনিবার সকালে বাগদা থানা এলাকায় এমন শুনানী দাঁড়িয়ে দেখল বাসিন্দারা।

জানা গিয়েছে, বাগদার মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয়ারা এলাকার ১৬৫ নম্বর বুথের বাসিন্দা শাকিল শেখ ওরফে শাকিল পস্‌কো মামলায় অভিযুক্ত। প্রায় ১৭মাস ধরে কৃষ্ণনগর জেলে বন্দি রয়েছে। এসআইআর শুনানিতে এদিন তার ডাক পড়েছিল হেলেঞ্চা গার্লস হাই স্কুলে।

এদিন সকালে কৃষ্ণনগর জেল পুলিশ প্রথমে তাকে বাগদা থানায় নিয়ে আসে। তারপর সেখান থেকে হেলেঞ্চা গার্লস হাইস্কুলে শুনানি হয় তার। বাড়ির লোকজন কাগজপত্র নিয়ে স্কুলে হাজির হয়েছিলেন। শুনানী শেষে ফের তাকে কৃষ্ণনগর জেলের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় পুলিশ আধিকারিকেরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শাকিল বিচারাধীন বন্দী। সে কারণে তার শুনানির সময় পুলিশের বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শাকিল এর বাবা সিরাজুল শেখ বলেন, ছেলে মুম্বাইতে কাজে গিয়েছিল। সেখান

তৃতীয় পাতায়...

৭ নম্বর ফর্ম জমা নিয়ে উত্তেজনা বনগাঁয়, লুট করার অভিযোগ বিজেপি বিধায়কের

সংবাদদাতা ঃ ফর্ম ৭ জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল বনগাঁ মহকুমা শাসকের অফিসে। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার অভিযোগ, সোমবার তারা ফর্ম জমা দিতে এসেছিলেন মহকুমা শাসকের দপ্তরে থাকা কার্যালয়ে। অভিযোগ, ওই সময় তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী সেখানে ঢুকে সরকারি কর্মীদের কাছ থেকে ফর্ম কেড়ে টেবিলে থাকা দশটা ফাইল ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। সকাল সাড়ে দশটার পর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মহকুমা শাসকের দপ্তর। মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। যদিও কারো হাতে কোন দলীয় পতাকা ছিল না। মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে ফর্ম ৭ ছিঁড়ে রাস্তার উপর ফেলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে বিধায়ক অশোক বাবু এসডিও অফিসের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকেন। সেখানে তৃণমূল কাউন্সিলর পাপাই রাহার নেতৃত্বে প্রচুর তৃণমূলের লোকজন জড়ো হয়। উত্তেজনা তৈরি হয়। বনগাঁর এসডিপিও অর্ক পাঁজার নেতৃত্বে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বিকেল চারটা নাগাদ কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের সহযোগিতায়

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ৪৫ ❐ ২২ জানুয়ারী, ২০২৬ ❐ বৃহস্পতিবার

নিয়ন্ত্রিত হোক উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দযন্ত্র

কথিত আছে— 'বাঙালীর ১২ মাসে ১৩ পার্বণ''। তাই সারা বছর ধরে কোন না কোন অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। বাঙালীর এই পার্বণ বাদেও রয়েছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন পার্বণ। এরপর আছে ভারতীয়দের কিছু গর্বের দিন, যে দিনগুলি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী অফিস-আদালত, বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করে থাকে দিনগুলো, একজন ভারতীয় হিসাবে দিনগুলি উদ্‌যাপন সত্যিই গর্বের বিষয়। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। এই বিশেষ দিনগুলি উদ্‌যাপন বা পার্বণ অনুষ্ঠানগুলি পালন গৌণ হয়ে গিয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে শব্দ যন্ত্র! যে শব্দ যন্ত্রের কারণে সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী বা অসুস্থ ব্যক্তিবর্গকে। কিন্তু পার্বণ উদ্‌যাপন কমিটি বা ব্যক্তিবর্গের সেদিকে এতটুকুও খেয়াল থাকে না। তারস্বরে বাজতে থাকে কান ফাটানো, বুকের হৃদস্পন্দন বন্ধ করে দেওয়ার মতো শব্দ যন্ত্র। এটাই কী সুস্থ সংস্কৃতি! প্রশাসনের কী এদিকে একটুও নজর নেই! সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের রক্তদান শিবিরের আয়োজনেও রাজপথ থেকে অলিগলিতে নির্ধারিত দিনের দিন দশেক আগের থেকেই শুরু হয় প্রচারাভিযান। রক্তদান মহান পুণ্যের কাজ— এটা সকলেই জানে। কিন্তু সেই রক্তদানের প্রচারের কারণে যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যায় বা কোন শিক্ষার্থীর পঠনপাঠনে অসুবিধা হয়, তাহলে তা কখনই কাঙ্খিত নয়। আগামী ২ ফেব্রুয়ারী রাজ্য জুড়ে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। অথচ যদি জেলা উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্ত শহর বনগাঁর দিকে তাকানো হয়, তাহলে দেখা যাবে, অলিতে গলিতে শুধুই উৎসব- অনুষ্ঠান! আর এসব উদ্‌যাপনের জন্য সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বেজে চলেছে উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ যন্ত্র। যার জেরে অতীষ্ঠ সাধারণ নাগরিকবৃন্দ। প্রশাসনের কাছে আমজনতার একটাই আবেদন— সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায়, সুস্থ সমাজ গঠনে শব্দ যন্ত্রের (সরকার স্বীকৃত ৬৫ ডেসিবেল) উচ্চ কম্পনকে নিয়ন্ত্রণ করা হোক। তবেই মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

ভ্রমণ

সৈকত ও সবুজে ঘেরা গোয়া

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

অ্যালান এসডিএসসি— গোয়ার একেবারে দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এটি একটি পুরনো দুর্গ। সেখানে বর্ষাকালে প্রচুর পাতা জমে। কিছুটা হাঁটলে সুন্দর দৃশ্য দেখা যাবে। এখানে প্রাকৃতিক সংযোগস্থলে শাল নদী আরব সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেখানেই বিটুল দুর্গ দেখা যাবে। বর্ষাকালে এখানে পাতা ও মাছ রাঙা পাখির দেখা পাওয়া যায়।

৩) আগোন্ডা (Agonda) — ভারতের দক্ষিণ গোয়া জেলায় কানাকুয়ায় অবস্থিত একটি বৃহত্তম গ্রাম। আগোন্ডা তার সমুদ্র সৈকতের জন্য বিখ্যাত। এটি ২০১১ সালের উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কচ্ছপের বাসা বাঁধার স্থান হিসাবে মনোনীত চারটি সৈকতের মধ্যে একটি। এই গ্রামে জনসংখ্যা ৩৮০১ জন (২০১১ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী) ২২ কিলোমিটার দূরে লোলিয়েম রেল স্টেশন র একটি ক্যাব ভাড়া করে পৌঁছানো যাবে। সৈকতটি তিন কিলোমিটার দীর্ঘ সাদা বালির একটি সুন্দর উপত্যকা।

৪) পালোনেম সমুদ্র সৈকত (palolem beach) — দক্ষিণ গোয়ায় অবস্থিত। এটি মনোরম স্থান গুলির মধ্যে একটি। উপসাগরের দিকে মুখ করে তালপাতার রেখাযুক্ত বালির একটু মৃদু খিলান রয়েছে। ব্যস্ত মরশুমে সমুদ্র সৈকতটি রঙিন পরিশীলিত বাঁশ এবং কাঠের কুঁড়েঘরের প্রাণবন্ত সংগ্রহে রূপান্তরিত হয়। যার সাথে পাম গাছের ছাউনির রেস্তোরাঁও থাকে। এটি গোয়ার সবচেয়ে নিরাপদ সাঁতারের পরিবেশ তৈরির মধ্যে একটি। এখানে ওয়াকিং এবং প্যাডেল বোর্টিংয়ের এর ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে সামুদ্রিক খাবার এবং পানীয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সৈকতটি বাটারফ্লাই সৈকত থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে।

৫) মিরামার সৈকত (Miramar beach) — মিরামার সৈকতে বসে সূর্যাস্ত দেখা যায়। সৈকতটির সৌন্দর্যে পর্তুগিজরা "গ্যাসপার ডায়াম" নামকরণ করেন। তাঁদের কাছে সৈকতটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এটি চমৎকার নরম রুপালী বালির স্তরের দুই কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল।

এই স্থানেই মান্ডভি নদী আরব সাগরের সাথে মিশে গেছে। এটি অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী, সমুদ্র সৈকত প্রেমী, এবং মধুচন্দ্রিমা দম্পতিদের জন্য একটি রোমান্টিক প্রবেশদ্বার। মিরামার সমুদ্র সৈকত নদীর উপরে অবস্থিত ও ওপারে পর্তুগিজ আগুয়ানা দুর্গের রঙিন দৃশ্য উপস্থাপন করে ও সৈকতের পাশে বহুমুখী খাবারের দোকান গুলি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় করে তোলে। বর্তমানে এখানে স্কুবা ডাইভিং, জেট স্কিইং ,ওয়াটার সাফিং এবং মাছ ধরার মতো জলক্রীড়া উপভোগ করা যেতে পারে।

ডিসেম্বর ১৯৯৫ সাল। আমার ভাইয়ের পরিবার এবং আমার পরিবার

চলবে...

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

বনচাঁড়ালের ডায়েরি পর্ব : ৬ ● নিশ্চিন্দিপুর

"এই গ্রামেই বড় হয়েছেন বিভূতিভূষণ। এই পটভূমিতে রচিত তাঁর উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'। এটিই নিশ্চিন্দিপুর। এখানেই 'পথের পাঁচালী'-র গ্রাম।"

গোপালনগর থানার অন্তর্গত বারাকপুর গ্রামে আমাদের পথের কবি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসতভিটেয় বেড়াতে এলে যদি তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন, তবে কক্ষের দরজায় দেখবেন এই কথাগুলি লেখা। কয়েকমাস পূর্বে কথাসাহিত্যিকের কনিষ্ঠ পৌত্র তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাড়িটির অভ্যান্তর কিছু ছবি ও কথা দিয়ে সাজানো হয়েছে। বাড়িটিকে একটা মিউজিয়াম 'লুক' দেবার আন্তরিক প্রয়াস। সহযোগিতায় রয়েছেন কবি সমরেশ মুখোপাধ্যায়। উক্ত কথাগুলি সেই সাধু উদ্যোগেরই অংশবিশেষ।

এখানে লেখা— 'এটিই নিশ্চন্দিপুর'। অর্থাৎ বনগাঁ-গোপালনগরের বারাকপুরই উপন্যাসের নিশ্চিন্দিপুর, বিভূতি-কল্পনার নিশ্চিন্দিপুর। বিষয়টি আমরা পূর্বেই জানতাম, কারণ উপন্যাসটি আমাদের পড়া এবং বিভূতিভূষণকেও কিছুটা জানা। কিন্তু সাধারণ মানুষদের অনেকেই তা জানেন না। তাঁদের জানানো প্রয়োজন ছিল। সঠিক জ্ঞান ছড়ানোই জ্ঞানীর কাজ।

কিন্তু বিভূতিভূষণ 'নিশ্চিন্দিপুর' নামটি-ই বা দিলেন কেন? এই নামটি তিনি কোথায় পেলেন?

এই নামের কাছাকাছি দুটি গ্রামকে আমি স্পর্শ করেছি। একটি বনগাঁ মহকুমার পশ্চিমে নিশ্চিন্তপুর গ্রাম। থানা গোপালনগর। রাজা রাঘব রায় প্রতিষ্ঠিত মরালী নদী সংলগ্ন শ্রীনগর রাজবাড়ির নিকট। শ্রীনগর তখন রায়দের রাজনগর। রাজা রাঘব রায়ের উত্তরপুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও মরালী নদী ধরে জলপথে এখানে আসতেন। থাকতেন। দেড়-দু'কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত নিশ্চিন্তপুর তাঁরই রাজবাড়ির স্পর্শে গড়ে ওঠা গ্রাম। কিন্তু নীল বিদ্রোহের পর নদিয়া হতে বনগাঁ মহকুমা আলাদা হয়ে গেলে শ্রীনগর নদিয়াতে থেকে যায়, আর নিশ্চিন্তপুর চলে আসে যশোরে। দেশভাগের পর চলে যায় চব্বিশ পরগনায়। ১৯৮৬ সালে যায় উত্তর চব্বিশ পরগনায়। ২০২২ সালে প্রস্তাবিত জেলা ইছামতীর মধ্যে পড়ছে গ্রামটি। বনগাঁ মহকুমাকে ইছামতী নামে একটি জেলা করার প্রস্তাব হয়ে আছে সরকারি স্তরে, কিন্তু কবে জেলার মর্যাদা পাবে, তা কেউ জানেন না।

এই নিশ্চিন্তপুর পথের কবির বসতভিটে হতে আকাশপথে ৯.৬৯ কিলোমিটার পথ। খেয়াল করুন এটা নিশ্চিন্তপুর, কিন্তু 'নিশ্চিন্দিপুর' নয়। এখানে বিভূতিভূষণ যেতেন। এই নামটি ভালো লেগে যাওয়ায় ব্যবহার করতে পারেন। আবার নামখানা যেতে গিয়ে নিশ্চিন্দপুর রেলস্টেশানে এসে দাঁড়ালাম। এই অঞ্চলে রাজপুরে তিনি একদা থাকতেন। সোনারপুর হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। হতে পারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এই গ্রামের নামটি থেকেই তিনি 'নিশ্চিন্দিপুর' পেয়েছিলেন। কিন্তু এটি 'নিশ্চিন্দপুর', এবং তা 'নিশ্চিন্দিপুর' নয়।

'নিশ্চিন্ত' একটি বিশেষণ, যার অর্থ 'চিন্তাহীন' বা 'নিরুদ্বেগ'। এর কথ্য গ্রাম্য রূপ 'নিশ্চিন্দি'। (সংসদ বাংলা অভিধান, সপ্তম মুদ্রণ, মে ২০০৬)। অর্থাৎ 'নিশ্চিন্দি' বা 'নিশ্চিন্দ' সবই 'নিশ্চিন্ত'-এর কথ্য গ্রাম্যরূপ। যেখানে মানুষ নিশ্চিন্তে সরল জীবনযাপন করত, হয়তো সেই স্থানই মুখে মুখে নিশ্চিন্তপুর বা নিশ্চিন্দিপুর হয়ে যেত। দুই বাংলায় এই নামে অনেক গ্রামই পাওয়া যাবে। এই নিশিন্ততাই হয়তো নামকরণের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছিল প্রকৃতিপ্রেমী বিভূতিভূষণকে।

(চলবে...)

সহস্রকণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠিত চাঁদপাড়ায়

সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন প্রাঙ্গনে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মানুষজন। গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের বনগাঁ শাখা আশ্রমের মহারাজ ওঙ্কারানন্দজী, দোগাছিয়া মনমোহনপুর শাখার স্বামী দেবেশানন্দজী এবং ছেকাটি গৌড়ীয় মঠের স্বামী মধুসূদননন্দজী। আসেন স্থানীয় বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার, আহ্বায়ক প্রবীর রায়সহ বহু বিশিষ্টজন।

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পব...

ইডলি, সাম্বার, দইবড়া। ১৫ ই আগস্ট এসে গেল। গুচ্ছ গুচ্ছ ত্রিবর্ণ বিচিত্র সব পেপার কাটিং-এর ফুল দিয়ে সিলভার পার্লস আবাসন আকর্ষণীয় সাজে সেজে উঠল, সারারাত ধরে আবাসনের দু'এক জন কর্মকর্তা আর কর্মরত কর্মচারীরা সাজালো। প্রতিটি আবাসিকের মোবাইলে মেসেজে এসে গেল 'সকাল নটায় ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং হবে'। সকাল আটটার মধ্যে তনয়া, দিপ্তেন্দু সেজেগুজে রেডি। ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল জিষ্ণুর স্কুলে। ওখানে ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং সেরে তারপর তনয়ার হসপিটালে ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং-এর অনুষ্ঠানে যাবে। মহা বিপ্লবী ভগৎ সিং। জিষ্ণুর সাজ। মেয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল "বাবা তোমরা এখানে ফ্লাগ হোয়েস্টিং-এ যেও।"

ওরা বেরিয়ে গেলে নিরুপমাকে বললাম, "চলো, ভালো কাপড় পরে নাও। আমরা এখানকার ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং- এ যাই।"

জবাব আসলো , "তোমার যাবার তুমি যাও । তুমি অনেক পতাকা তুলেছ, ক্লাব স্কুলে। স্বাধীনতা দিবসের স্কুলে ছুটি থাকলেও আমাদের ছুটি থাকত না। বাবার কাজের বহর বাড়তো।"

নিরুপমার চরিত্রটা এইরকম। ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকা পছন্দ করে। আমাকে মাঝে মাঝে অর্ডার করে। পাইড পাইপার অফ হ্যামলিনের মতো, "এটা আনো, ওটা আনো বলে মাঝে মাঝে বাঁশি বাজিয়ে দেয়।" আর আমাকে ছুটতে হয় বাজারে। কেবল এখানে নয়, বাড়িতে থাকতেও রান্নার পূর্ব মুহূর্তে খেয়াল হতো এটা দরকার, ওটা দরকার।

আমি কথা না বাড়িয়ে একা একাই ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং-এ গেলাম। দেখলাম রামবাবু লিডিং পার্টে। টকটকে লাল রঙের একটা টিশার্ট ইন করে কালো প্যান্টের সাথে পরেছেন। কর্ড লেস মাইক্রোফোন হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিজের মোবাইলে ফটো তুলছেন যুবকদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে। একজন যুবক আমাকেও ওদের সঙ্গে দাঁড়াতে বলল। আমি হিন্দিতে ওদেরকে বললাম, "ম্যায় উনাকি সাথ সেলফি লেঙ্গি।" আমার কথা শুনে ওখানে একটা হাসির রোল উঠলো।

এরপর পতাকা উত্তোলন করল আবাসন কমটির সভাপতি। এই সময়ে আসলো নিরুপমা। গিরিজা বৌদি নিরুপমার হাত ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন। তারপর শুরু হল বক্তৃতা। বক্তৃতা ইংরেজিতেই চলল। রামবাবু নিজে তামিল হয়েও কন্নড় ভাষাতেই বক্তৃতা দিলেন। একবিন্দুও আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। আবাসনের অনেকেই বক্তৃতা দিলো। এমনকি বাচ্চারাও। কন্নড় ভাষায় দেশাত্মবোধক গান হল। জাতীয় সংগীত বাংলা ভাষায় হল। এদের ভাষাকে সম্মান জানিয়ে বলছি, আমি অনেকবার চেষ্টা করেও শিখতে পারিনি। সবজি ভান্ডারের আশার কাছ থেকে মা-বাবার কন্নড় ভাষায় ডাকটা শুনেছি। আপা - আম্মী। প্রাচীন কন্নড় সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত লেখক হলেন আদি কবি পম্পা, পোন্না ,রন্না। প্রাচীন কন্যার সাহিত্যের ত্রিরত্ন হিসাবে এদের ধরা হয়। তবে যে যেভাষাতেই কথা বলুক, জায়গাটা হচ্ছে বহুজাতিক মানুষের।

এখানে কন্নড় ভাষী মানুষ ছাড়া

চলবে...

শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী সম্পন্ন করলো স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কসপ

সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী সম্পন্ন করলো তাদের স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কসপ ও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কাজ। শক্তিগড় আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন শিক্ষা নিকেতন স্কুলে সর্বপ্রথম স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কাজ সম্পন্ন করেন দলের প্রধান দিলীপ ঘোষ, মাধুরী ঘোষ, বিউটি সর্দার, মিঠু রায়, সুব্রত দাস, এবং রবীন্দ্রনাথ সরকার। এরপর ৩০ জন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে থিয়েটারের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সংস্থার নাট্যকার নির্দেশক দিলীপ ঘোষ। কত সহজে অভিনয় করা যায়, সেটা হাতে কলমে শিক্ষা দেন। সঙ্গে সহযোগিতা করেন দলের অভিনেত্রী মাধুরী ঘোষ, বিউটি সর্দার, মিঠু রায় এবং অভিনেতা সুব্রত দাস, রবীন্দ্রনাথ সরকার। দিলীপ বাবু দলের শিল্পীদের নিয়ে ওদের সঙ্গে গ্রুপ তৈরি করে বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক শ্লট তৈরি করে সরলভাবে অভিনয় শৈলী মনোগ্রাহী করে তোলেন। এই প্রশিক্ষণে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবপ্রসাদ মণ্ডল ও অন্যান্য শিক্ষকমন্ডলী।

ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১২ জানুয়ারি যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের ৫৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে ক্লাব সদস্যগণ। এদিন সকালে ক্লাব অঙ্গনে পতাকা উত্তোলন ও সন্ধ্যায় অন্ধ গায়ক প্রতীক সরকারের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালের সদস্য বর্ষিয়ান অমর বিশ্বাস ও জয়দেব মজুমদার আলো ও তুবড়ির রোশনাই এর মধ্য দিয়ে কেক্ কাটেন। উদাত্ত কণ্ঠে জন্মদিনের গান গেয়ে শোনান ক্লাব সম্পাদক কমল সরকার, উদ্যোক্তারা এদিন ক্লাবের প্রাক্তন সদস্যদের ফুলের শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন। অর্ভিভূত প্রবীণ সদস্য পঙ্কজ মণ্ডল সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে এদিন পাড়ার বাসিন্দা এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী চারজন পড়ুয়াকে শিক্ষা সামগ্রী প্রদানে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সেই সঙ্গে পড়ুয়াদের পিতা মাতাকেও বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষের এই কর্মসূচীকে উপস্থিত সকলে স্বাগত জানান, ক্লাবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে সদস্যগণ সপরিবারে নৈশ ভোজনে মিলিত হন। নানা অনুষ্ঠান ও নানা কর্মসূচীতে সবুজ সংঘের ৫৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত গোটা বাড়ি, সর্বস্বান্ত বাড়ির মালিক

সংবাদদাতা ঃ আগুন পুড়িয়ে অশ্বিভূত গোটা বাড়ি। সাত সকালে হঠাৎই বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হল জীবনের সঞ্চিত অর্থ সহ নথিপত্র। বৃহস্পতিবার সকালে এমনই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে বনগাঁ থানার বনগাঁ পৌরসভার ঢাকাপাড়া ২১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঢাকা পড়ার বাসিন্দা বাবলু ঘোষ তিনি তার মেয়েকে নিয়ে এক চিলতে টিনের ঘরে বসবাস করতেন। হঠাৎই বাড়ির টিনে আগুন দেখে ছুটে আসেন তারা। তড়িঘড়ি তারা প্রাথমিক ভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে এবং বনগাঁ থানায় ও ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিলে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। ঘন্টা তিনেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও রক্ষা হয়নি বাড়িটি। প্রাথমিকভাবে অনুমান বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাবলু ঘোষের মেয়ে পিয়াসা ঘোষ বলেন, হঠাৎই একটা তীব্র আওয়াজে ছুটে এসে দেখে তাদের বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর বাড়ির ভেতরেই আছে অসুস্থ বাবা। কোনক্রমে বাবাকে ঘর থেকে বার করতে পারলেও তার হাতে বেশ কিছুটা অংশ আগুনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘরে থাকা সঞ্চিত অর্থ, বিভিন্ন নথি সহ এই ঠান্ডায় গায়ে দেওয়ার কম্বলটুকুও আগুনে পুড়ে গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বাড়িতে আসেন২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজিৎ দাস। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

বই প্রকাশ ও স্মারক সম্মান প্রদান

সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি নাটাবেড়িয়ার মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় একটি অনুষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হল লুৎফর রহমানের বই 'নিজ দেশে পরবাসী নীলচাষি'। বইটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন দীনবন্ধু মিত্র'র চতুর্থ পুরুষ সুশীল কুমার মিত্র।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে নীল বিদ্রোহে যে সমস্ত চাষী জীবন দিয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণে নীরবতা পালনের পর রবীন্দ্র সংগীতে গিটার বাজিয়ে শোনান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, আবৃত্তি পরিবেশন করেন তামান্না বিশ্বাস ও বিশ্বনাথ সরদার, যাত্রার সংলাপ শোনান যাত্রা অভিনেতা ক্ষুদিরাম মণ্ডল। অনুষ্ঠানের মাঝে লেখক লুৎফর রহমানকে স্মারক সম্মানে ভূষিত করেন স্থানীয় মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মণ্ডল। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অশোকনগর নেতাজী শতবার্ষিকী কলেজের অধ্যাপিকা ড. কৃষ্ণা মিত্র, অধ্যাপক ড. সুব্রত মিত্র, প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. উত্তম কুমার বিশ্বাস, কবি ও লেখক শুভঙ্কর সাহা প্রমুখ।

বিজেপির জেলা সভাপতিকে, মারধর গাড়িতে আক্রমণের অভিযোগে থানায় বিক্ষোভ

সংবাদদাতা ঃ বিজেপির জেলা সভাপতির গাড়ি ও তার উপর আক্রমণ এর অভিযোগে থানার সামনে বিক্ষোভ করে অভিযোগ জানালো বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার সামনে। বিজেপির বনগাঁ সংগঠনের সভাপতি বিকাশ ঘোষ অভিযোগ করেন, শনিবার সন্ধ্যায় তিনি বনগাঁর কোড়ারবাগান এলাকা থেকে আসছিলেন তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীরা তার গাড়ি রাস্তার পাশে আটকে দেয় গাড়ির উপর হামলা চালায় তাকে তার ড্রাইভার এবং বাড়িতে থাকা আর কার্যকর্তাকে মারধর করে।

বিকাশবাবু বলেন, তৃণমূলের ওই হার্মাদদের বিরুদ্ধে, অভিযোগ জানাতে এসেছি। ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার না করলে সারা বনগাঁয় অবরোধ চলবে।

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক মলয় মন্ডলের অভিযোগ, পুলিশ দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে, লোকজন আমাদের জেলা সভাপতিকে আক্রমণ করছে। অবিলম্বে দুষ্কৃতীরা গ্রেফতার না হলে সারা বনগাঁ অবরোধ হবে। আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, বিকাশবাবু রাস্তার উপর গাড়ি রেখে দাদাগিরি করছিল। আশপাশের লোকজন, মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছিল, এলাকার লোকজন সরে যেতে বলেছে। কেউ মারধর করেনি।

লুট করার অভিযোগ বিজেপি বিধায়কের

প্রথমপাতার পর...

অশোক বাবু বেরিয়ে আসেন। সে সময় বাইরে উপস্থিত তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি বাধে কেন্দ্রীয় জওয়ানদের। চোর চোর বলে অশোকের বিরুদ্ধে স্লোগানও দেওয়া হয়। অশোক বলেন সারাদিন ফোন করা হলেও এসডিও আমাদের ফোন ধরেননি। প্রশাসক তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। ফর্ম জমা দিতে এসেছিলাম, জমা করতে দেয়নি। বাকি ফর্ম নিয়ে আমরা ফিরে যাচ্ছি। আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানাবো।

কাউন্সিলর পাপাইয়ের অভিযোগ, এদিন এসডিও অফিসের ঘরের দরজা বন্ধ করে কলঙ্কিত বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া ভোটার তালিকা থেকে সাধারন ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছিল। আমাদের মহিলা কর্মীরা প্রতিবাদ করায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা তাদের মারধর করে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করেছে। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, সাধারণ মানুষ এস আই আর এর প্রক্রিয়ায় হয়রানি হচ্ছেন। প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ জন মানুষ মারা গিয়েছেন। মানুষ আতঙ্কিত রয়েছে। বিজেপি ইচ্ছা করে তাদের নাম কেটে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষই এর প্রতিবাদ করেছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো যোগাযোগ নেই। মহকুমা শাসক সেদিন অফিসে আসেননি, তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। পাশাপাশি বাগদা হাই স্কুল ও বাগদা বিডিও অফিসে ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিতে গেলে তৃণমূলের লোকজন তা কেড়ে নেয় বলে .অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

ঠাকুরনগর পুষ্প-কৃষি মেলায় কৃষকদের কোদাল দান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১০ জানুয়ারী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় ২৪ তম বর্ষের গাইঘাটা ব্লক পুষ্প-কৃষি ও শিল্প মেলা, মেলায় পুষ্প ও কৃষিজাত পণ্যের প্রদর্শনী ছাড়াও ছিল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দেমাতরম সংগীতের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে আকর্ষণীয় চিত্র প্রদর্শনী, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলা কৃষি দপ্তরের স্টলটি সকলের নজর কাড়ে। সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে প্রতিদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল আলোচনা সভা।

১৯ জানুয়ারী মেলার শেষ দিনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান ছাড়াও ছিল প্রদর্শনীতে এলেকার কৃষকদের দেওয়া সেরা কৃষিজাত সামগ্রীর মালিকদের আর্থিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। মেলা কমিটির সভাপতি শিক্ষক গোবিন্দ ঘটক জানান, এদিন ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের শতাধিক কৃষকের মধ্যে কোদাল বিতরণ করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির অন্যতম প্রাণপুরুষ প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস। নতুন কোদাল পেয়ে স্বভাবতই খুশি কৃষিজীবী মানুষজন। পরিশেষে সভাপতি কর্তৃক মেলার পতাকা অর্ধনমন ও ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা— সংগীতের মধ্য দিয়ে২৪ তম বর্ষের ব্লক পুষ্প-কৃষি ও শিল্প মেলা-২০২৬ এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

জেলবন্দি আসামিকে এস আই আর শুনানিতে হাজির করল পুলিশ

প্রথমপাতার পর...

থেকেই তাকে পস্‌কো মামলা ভিত্তিতে কৃষ্ণগঞ্জ থানা তুলে নিয়ে আসে। বর্তমানে সে কৃষ্ণনগর সদর জেলে রয়েছে। এস আই আর এর শুনানিতে ওকে নির্বাচন কমিশন ডেকেছিল। আমরা পুলিশকে জানাতেই পুলিশ আজ তাকে এনে শুনানি করিয়ে আবার কৃষ্ণনগরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। পুলিশ তাকে আনার জন্য তার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেল না। তার এক আত্মীয়র কথায়, ছেলে একদিন ছাড়া পেয়ে যাবে কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম না উঠলে সমস্যা হতো '। পুলিশ উদ্যোগ নেওয়ায় শুনানি হল, ফলে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।

ইফকোর কৃষি বিষয়ক আলোচনা

সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি ইফকোর কৃষি বিষয়ক দুটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর-২ ব্লকের নারাণপুর ও নরেন্দ্রপুরে। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা। তিনি জানান, এদিনের সভাদুটিতে মোট ১১২জন কৃষিজীবী মানুষ হাজির হন এবং সেখানে ইফকোর একাধিক সারের গুণমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

সিংজোল রাধাগোবিন্দ মন্দিরে নানা অনুষ্ঠান ও রক্তদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত অষ্ট প্রহর মহানামযজ্ঞ ও বিভিন্ন ভক্তিমূলক

১৭ জানুয়ারী মধ্যাহ্নে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ গঙ্গাবরণ শেষে আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রীখোল বাদক রঞ্জনা হালদার এবং দূরদর্শন শিল্পী পার্বতী

অনুষ্ঠান। গত ১৫ জানুয়ারী সন্ধ্যায় গাইঘাটার সিংজোল রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গনে কলকাতার রূপমঞ্জুরী অপেরা পরিবেশিত ভক্তিমূলক 'সাধক রামপ্রসাদ' যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে ৫ দিন ব্যাপী অষ্টপ্রহর ব্যাপী আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দ্বিতীয় দিন সকালে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে কলকাতার সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও কর্মীগণ ৮০ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ৭৩ বারের রক্তদাতা শিক্ষক চিন্ময় বিশ্বাস। এদিনের অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিরে বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে দুস্থ গ্রামবাসীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। সন্ধ্যায় প্রখ্যাত কীর্তনীয়া শম্পা গোস্বামীর গাওয়া পদাবলী গান সমবেত শোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

হালদার ও প্রিয়াঙ্কা হালদারের কণ্ঠের নামসংকীর্তণ, সন্ধ্যায় শ্রীগুরু রসরাজ সম্পদায়ের অধিবাস কীর্তন এবং পরদিন মহা নামযজ্ঞের অনুষ্ঠানে অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। মধ্যরাতে মুর্শিদাবাদের মামাভাগ্নে সম্প্রদায় এর রাসলীলা পরিবেশিত হয়। অন্যতম সংগঠক শিক্ষক পলাশ দত্ত (শম্ভু) ও অভিজিৎ মজুমদার জানান, ৫ই মাঘ উৎসবের শেষ দিনের সকালে নগর পরিক্রমা ও মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ গ্রহনে গ্রামবাসীগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি চোখে পড়ে। সন্ধ্যায় বাউল সম্রাট সখা দাস বাউল ও মানু দে'র কণ্ঠের বাউল সংগীতানুষ্ঠান উপস্থিত ধর্মপ্রাণ মানুষজনের হৃদয়কে স্পর্শ করে। নানা অনুষ্ঠান ও গ্রামবাসীগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে রাধাগোবিন্দ মন্দির অঙ্গনে অনুষ্ঠিত সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

দরবারি ধৈবত এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙ্গার পৌর টাউনহলে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল দরবারি ধৈবত এর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত ১৬ জানুয়ারী সন্ধ্যায় মঙ্গ লদ্বীপ প্রোজ্জ্বলন করে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের উদ্বোধন করেন গুরুজী সন্দীপ ভট্টাচার্য্য, ছিলেন গুরুমা শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য, প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ মিহিরললাল চক্রবর্তী, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী পলাশ মণ্ডল প্রমুখ।

দরবারি ধৈবত এর প্রশিক্ষক স্বনামখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সমীরণ বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান। শ্রী বিশ্বাস গুরুজী শ্রী ভট্টাচার্য্য ও গুরুমাকে ফুলের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গুরুজী উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারাকে ধরে রাখতে করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে 'দরবাদি ধৈবত' এর প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

এদিন সংস্থার সদস্য অমৃতা রায়, অর্ঘ্য দে, শুভেচ্ছা মজুমদার, উজান তরফদার, অসিত দে, সৃজা মজুমদার, অহনা সান্যাল প্রমুখ শিশু শিল্পীদের কণ্ঠের গান গুরুজী সহ উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। বার্ষিক অনুষ্ঠানে সঞ্জয় মিত্রের কণ্ঠের বাঁশির সুর, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী চিন্ময় পালের কথক নৃত্য, স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী অরিন্দম সেনের কণ্ঠ সংগীত, সঞ্জয় দাসের তবলা, সুজিৎ সরকারের হারমোনিয়ামের বাজনা এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রশিক্ষক সমীরণ বিশ্বাসের কণ্ঠে খেয়াল ও নজরুল সংগীত সমবেত

দরবারি ধৈবত এর প্রাণপুরুষ সমীরণ বিশ্বাসের উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের সেই সঙ্গে সমীরণ এর নিষ্ঠা ও সাধনার প্রশংসা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী নিতাই মিস্ত্রীর সুচারু সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি আয়োজিত পুতুল নাট্যকলার কর্মশালা

সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি বাঁকুড়া জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে গোবরডাঙ্গার পুতুল নাট্য সংস্থা খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি আয়োজন করেছিল পুতুল নাট্যকলার কর্মশালা। নবোদয় বিদ্যালয় এর অষ্টম থেকে একাদশ শ্রেণীর ৫০ জন আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের ঐতিহ্যবাহী বেণী পুতুল তথা গ্লাভস পাপেট তৈরীর প্রশিক্ষণ দিল শিল্পাঞ্জলি সংস্থার পুতুল নাট্যকলার শিক্ষক-শিক্ষিকারা। একই সাথে নির্মিত হল কর্মশালা ভিত্তিক বেণী পুতুল প্রযোজনা 'পলাশ বন'। এই দিন সকাল নটায় নবোদয় বিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ এস, এম সেগোকার , অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা এবং গুণীজনের উপস্থিতিতে আবাসিক ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীর সাথে রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে কর্মশালার উদ্বোধন করেন শিল্পাঞ্জলির অভিভাবিকা দীপালি বিশ্বাস। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিল্পাঞ্জলির সম্পাদক মলয় কুমার বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের আর্ট শিক্ষক অপূর্ব মজুমদার এবং অন্যান্য শিক্ষকেরা।

শিল্পাঞ্জলির পুতুল নাট্যকলার শিক্ষিকা সোমা মজুমদার তার স্বাগত ভাষণে

পুতুল নাট্যকলার কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বর্ণনা করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের পুতুল নাট্যকলা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের পুতুল নাট্যকলা শিক্ষার ইতিবাচক বিষয় সম্পর্কে আলোচনাও করেন তিনি।

সন্ধ্যা বেলায় নবোদয় বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিল্পাঞ্জলির শিল্পীরা এরপর একে একে মঞ্চস্থ করে পুতুল নাটক বাজিকর, ঐতিহ্যবাহী দন্ড পুতুল, সুতোপুতুল এবং বিভিন্ন ধরনের সমকালীন পুতুল নাটকের প্রদর্শন করেন ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে।

কয়েকশো বৈধ ভোটারদের শুনানির নোটিশ, অভিযোগে

সংবাদদাতা ঃ এলাকার ৪০০র বেশি বৈধ ভোটারকে দেওয়া হয়েছে এস আই আর শুনানির নোটিশ— এমনই অভিযোগ এনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামের কয়েকশ বাসিন্দা।

শুক্রবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার পাল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিশপুর এলাকায়। অবরোধকারীরা গোপালনগর নহাটা সড়ক অবরোধ করে। গাছের গুড়ি ফেলে পোস্টার ব্যানার হাতে তারা বিক্ষোভ করতে থাকে। ঘটনাস্থলে গোপালনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন।

শুভ বিজয়ার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভকামনা জানুন

নিউ পি.সি. জুয়েলার্স

মানক: পথপ্রদর্শক:

বিশেষ দ্রষ্টব্য: হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD-এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছেন
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স-এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলম্যান ও অফিস স্টাফ চাই

আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে।
আমাদের এখান থেকে ফরেক্স-এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে।

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেমে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), দোতলায়

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে।
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রূপো ও হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে।
জুয়েলারী শোরুমের কাজেকর্মে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই।
CCTV ক্যামেরা, ফেন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন।

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
নিউ পি.সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে। বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে।

DENTIST বা দাঁতের ডাক্তার প্রয়োজন
আমাদের New PC Optical- এর আধুনিক এবং উন্নতমানের Dental Set up তৈরি হচ্ছে, তাই অভিজ্ঞ BDS /Dental Surgeon প্রয়োজন, যিনি নিয়মিত বা পার্ট টাইম চেম্বার করতে ইচ্ছুক তারাই যোগাযোগ করবেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**